280

NOV. 2 1 2000

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৩...

দৈনিক ইনকিলাব

ডিগ্রী পরীক্ষায় নকলবাজি

ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার প্রথম দিনে নকলের দায়ে সারাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনে অবহেলার দরুন ৩ জন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়। নকল সরবরাহের দায়ে পুলিশ সারাদেশে ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে। নকলের দায়ে দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের সঙ্গে নকল সরবরাহকারী ও পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত আহত হয়েছে। পত্র-পাত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক গোলযোগ, হাঙ্গামা ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। অথচ, নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০০ সালের ডিগ্রী পরীক্ষায় এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার মতোই অবাধ নকল হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রশ্নপত্র বাইরে বেরিয়ে গেছে, ফটোস্ট্যাট হয়ে বিলি-বণ্টন হয়েছে এবং প্রকাশ্যে নকল সরবরাহ হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা বেপরোয়া ভঙ্গিতে নকল করেছে। বাধা দিতে গিয়ে শিক্ষকদের হয়রানি ও নাজেহাল হতে হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়ী ভাঙচুরসহ পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে অনেক জায়গায়। কেন্দ্রের ভিতরে-বাইরে হৈ-চৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি, বহিরাগতদের জটলা, নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো-এসবই অবাধে ঘটার কথা প্রকাশিত খবরে জানা গেছে।

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল প্রতিরোধের তাগিদ বছরের পর বছর ধরে উচ্চারিত হয়েছে। নকলপ্রবণতা দেশে কোনো নতুন বিষয় নয়। স্বাধীনতার পর নকলপ্রবণতা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সেদিন নকলের যে অবাধ রাজত্ব সারাদেশের পরীক্ষা কেন্দ্রে কায়েম হয়েছিল, তা আর কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা যায়নি। কখনো কখনো এই প্রবণতা স্তিমিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু নির্মূল হয়নি। গত ক'বছরে পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা বা অসদুপায় অবলম্বন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে ওঠেছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালের অনুরূপ হয়ে পড়েছে। নকলপ্রবণতা হ্রাস বা সংকীর্ণ করে তোলার জন্য অতীতে উদ্যোগ একেবারে গৃহীত হয়নি, তা বলা যাবে না। কেননা, সে সবের দরুন কখনো কখনো এ প্রবণতা কিছুটা স্তিমিতও হয়েছে। গত কয়েক বছরে সেই স্তিমিত অবস্থার খোলস ছেড়ে নকলপ্রবণতা ব্যাপক হয়ে ওঠেছে। নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থার কথা গত কিছু দিনে শোনা গেছে, এবারের ডিগ্রী পরীক্ষায় তা যে বিশেষ কোনো কাজে আসেনি এটাতো উপরে উল্লেখিত তথ্যাদিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। কাজেই, গৃহীত বিধি-ব্যবস্থাকে কার্যকর বলে গণ্য করা যাচ্ছে না। পরীক্ষায় নকল হোক, পরীক্ষার্থীরা স্বাভাবিক পড়াশোনা না করে নকলের মতো অসদুপায় অবলম্বনে পরীক্ষা পাস করুক, এটা কারো কাম্য হতে পারে না, কাম্য হওয়া উচিতও নয়। কাজেই, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বা নকলপ্রবণতার মূল উৎসটি খুঁজে বের করা অপরিহার্য। এর অন্যতম প্রধান দু'টি কারণ হল, রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রশ্রয় এবং শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা অর্থাৎ পড়াশোনা যথাযথভাবে না হওয়া। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত রেখে সুষ্ঠু পঠন-পাঠন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আজ একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ক্ষেত্র এবং বিশেষ করে পরীক্ষায়ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরও এই প্রবণতাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছিল। এতে পরীক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটেনি এবং গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শনের অবকাশ না থাকলে পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের ইচ্ছা অতোটা জোরালোভাবে এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীকে গ্রাস করতে পারতো না। পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধের জন্য এই বিষয় দুটোও গভীরভাবে বিবেচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে, পরীক্ষা ব্যবস্থাই তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য হারাবে। তার চেয়েও বড়কথা, জাতির মেধা ও মনন চর্চার মান দ্রুতগতিতে নীচে নেমে যাবে। কাজেই, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু করে তুলতে হবে।